History Study Material

Dumkal College

Semester-5, DSE Course-I

[History of China from Tradition to Revolution]

চিনে বক্সার বিদ্রোহে নারীদের ভূমিকা

1899-1901 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত চিনের বক্সার বিদ্রোহে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চিনা নারীরা ঐতিহ্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। **জ্যঁ শ্যেনো** চীনের বক্সার বিদ্রোহের নারীদের যোগদানের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন, সমাজের প্রচন্ড আর্থ-সামাজিক সঙ্কট ও চিনের গ্রামীণ নারীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন তাদের দলে দলে বক্সার বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। এই সংস্কার আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল চিনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতি তাদের যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হত। চিনা সমাজ পুরুষপ্রধান ও পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় এখানে কন্যার চেয়ে পুত্রের জন্মকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। চিনা সামন্ত সমাজ নারীদের সম্পত্তির অধিকার মেনে নেয়নি এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। পুরুষেরা আফিম সেবন ও জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল এবং একাধিক উপপত্নী গ্রহণ করার ফলে নারীদের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। এছাড়া এসময় নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ছিল না। তারা স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারত না। এর পাশাপাশি চীনের কনফুসীয় নীতি ছিল নারী-বিরোধী। ফলে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি এবং নারী-বিরোধী কনফুসীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে চীনের শোষিত মহিলারা এই বক্সার আন্দোলনে যোগদান করেছিল।

এই বক্সার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারীদের লক্ষ্য ছিল- সমস্ত ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে নারীর মুক্তি অর্জন করা। বক্সার বিদ্রোহের সময় নারীদের দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল- পদবন্ধন প্রথার অবসান এবং নারীসমাজের শিক্ষার বিস্তার। পদবন্ধন প্রথা ছিল চিনে প্রচলিত একটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অমানবিক প্রথা। যে প্রথা অনুযায়ী চিনের সামন্ত সমাজ কন্যার পদযুগলকে সুন্দর করে তোলার জন্য পদবন্ধনের ব্যবস্থা করতো। এছাড়া পুরুষের বহু বিবাহ বন্ধের দাবী, নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান, সকল সরকারি কাজকর্মে নারীদের অংশগ্রহণ, ভোটদানের অধিকার প্রভৃতি। চিনা নারীদের এইসমস্ত

Dumkal College

দাবিসমূহ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হলে বিদ্রোহে নারীদের অংশ গ্রহণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে নারীরা পুরুষদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং নারীদের অংশগ্রহণের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই বক্সার আন্দোলনের সামাজিক গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

তবে এই বক্সার বিদ্রোহে কৃষক পরিবারের নারীরাই অধিক যোগদান করেছিলেন। তারা কৃষকদের সঙ্গে একজোটে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তাঁরা কতকগুলি বিশেষ সংগঠনে বিভক্ত ছিলেন। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী নারীরা লাল লণ্ঠন (Red Lanterns) বাহিনীর সদস্যা ছিলেন। মাঝবয়সী নারীরা নীল লণ্ঠন বাহিনীর (Blue Lanterns) সদস্যা ছিলেন। বর্ষীয়ান গৃহবধূরা কালো লণ্ঠন (Black Lanterns) বাহিনীর এবং বিধবা রমণীরা সবুজ লণ্ঠন (Green Lanterns) বাহিনীর সদস্যা ছিলেন। এদের মধ্যে লাল লণ্ঠন এর সদস্য সংখ্যা ছিল সবথেকে বেশি। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এই সময়ে চিনা মহিলারা এটি জার্নাল প্রকাশ করে তাদের সমস্যাগুলিকে জনসম্মুখে তুলে ধরেছিলেন এবং শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক **জ্যঁ শ্যেনোর** মতে, চিনা গুপ্ত সমিতিগুলিতে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে সামাজিক সঙ্কটের তীব্রতা ও গ্রামাঞ্চলে চিনা পরিবারের ভাঙ্গন কোন পর্যায়ে গিয়েছিল।

Dumka College